দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 DEC 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

236

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

বুয়েট পরিস্থিতি

আমার ছেলে ১৯৮৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েটে) ভর্তি হয়। যথানিয়মে লেখাপড়া হলে এ সময়ে সে একজন প্রকৌশলী হতে পারত। কিন্তু নানা পরিহার যোগ্য পরিস্থিতির কারণে তার শিক্ষা জীবনের দু'টি মূল্যবান বছর এর মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। সে এখন তৃতীয় বর্ষের প্রথম ভাগের ছাত্র।

বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে তাঁর মতামত আছে বলে আমি জানি, কিন্তু সে রাজনীতিতে কখনই সক্রিয় নয়। কিন্তু তবু তার লেখাপড়া হচ্ছে না। আর যেভাবে পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে মনে হয়, সে যখন প্রকৌশলী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করবে তখন তার চাকরি লাভের সর্বোচ্চ বয়সসীমা পার হয়ে যাবে। ফলে তার লেখাপড়া ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে একজন ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সারাজীবন বেকার কর্মহীন হয়ে থাকবে।

কেন এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে? প্রথমতঃ উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার প্রায় দেড় বছর পর ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে তাদের ক্লাস শুরু হয়। ১৯৮৭ সালে সামান্য কারণে অপ্রয়োজনে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বুয়েটও দীর্ঘ পাঁচ মাসের জন্য সরকার বন্ধ করে দেয়। চলতি বছর বন্যার জন্য বুয়েট আবার একমাস বন্ধ রাখা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই আশা করা হচ্ছিল যে, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থিগণ নিশ্চিত করবে যেন আর শিক্ষা সময় নষ্ট না হয়। বরং অতিরিক্ত ক্লাস করে, নিয়মিত ছুটি কিছু বাতিল করে যে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেছে, তার কিছুটা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা হবে এবং এ ব্যাপারে বোধগম্য কারণে অন্য সকলের চেয়ে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ ও দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু বন্যার পরে বিশ্ববিদ্যালয় খুলতেই দেখা গেল তাজ্জবের ব্যাপার--একশ্রেণীর ছাত্র ক্লাস বর্জন করতে লাগল এবং অন্য সকল নিরীহ ছাত্রদেরকেও ক্লাস করতে বাধা দিতে লাগল। তাদের দাবী নাকি এই যে, ক্লাস টেষ্ট বাতিল করতে হবে এবং ছাত্রবৃত্তি [illegible] হবে।

আমরা যারা অভিভাবক তাদের ধারণা ছিল যে, বুয়েটে যারা ভর্তি হতে পারে, তারা দেশের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ও প্রতিভাময় ছাত্র, এরা অধ্যয়নশীল, অধ্যবসায়ী ও মেধাবী। কিন্তু এদের সাম্প্রতিক দায়িত্বহীন কার্যকলাপ দেখে আমাদের হতাশ হতে হচ্ছে এবং বর্তমানে বুয়েটে অধ্যয়নরত সত্যিকার প্রতিভাশালী নিরীহ ছাত্রদের বেকার ও কর্মহীন ভবিষ্যতের কথা ভেবে শঙ্কিতবোধ করছি। সাধারণ ছাত্ররা কি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে যে বিভিন্ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দল ও মহলের দালালিরত উচ্চ বেতনে ঘোষিত কতিপয় ছাত্র নামধারী দালাল আমাদের দেশের, বিশেষ করে আমাদের প্রতিভাশালী, সম্ভাবনাময় ছাত্রদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ? তারা কি বুঝতে পারছে যে, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ কারিগরি নির্মাতাদের জীবন ধ্বংস করতে পারলে আমরা চিরদিন ঐ দালালদের বিদেশী প্রভু ও স্থানীয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের দাসানুদাস হয়ে থাকবে? বুয়েটে যারা ইদানিং গিয়েছেন তাদের কাছে দেয়ালের লেখন স্পষ্ট।

কি পড়ানো হবে, কি পদ্ধতিতে পড়ানো হবে, কি পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে তা কি ছাত্রদের মতামতের উপর নির্ভরশীল? যদি বুয়েটের শিক্ষা ব্যবস্থা পছন্দ না হয়, তাহলে ঐ সব তথাকথিত ছাত্রনামধারী যেখানে তাদের পছন্দমত লেখাপড়া হয় সেখানে যেতে পারে।

দেশের প্রতিভাময় ভবিষ্যত নির্মাতাদেরকে জাতির শুভেচ্ছা স্বরূপ যথাযথ বৃত্তি দেওয়াতে স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু এই বৃত্তি কেউ জোর করে আদায় করতে পারে না। নীতিগতভাবে শিক্ষার ব্যয় বহন করার দায়িত্ব শিক্ষার্থী ছাত্রের নিজের এবং তার পিতামাতা অভিভাবকের। বৃত্তির টাকা আসবে করদাতাদের নিকট থেকে। বুয়েটের দুই হাজার ছাত্রের বৃত্তির টাকা অর্থাৎ পড়ার খরচের অংশ বিশেষ ঐ ছাত্রদের অনাত্মীয় করভার জর্জরিত দশ কোটি করদাতা কেন বহন করবে?

শোনা যায়, বুয়েটের এক শ্রেণীর শিক্ষক ছাত্রদেরকে ক্লাস

(৮-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

টেষ্ট প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে প্ররোচনা দিচ্ছে এবং ক্লাসটেষ্টের নামে এমন চাপ সৃষ্টি করছে যাতে অধ্যবসায়ী, নিরীহ, প্রকৃত ছাত্ররাও এই প্রথার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে যায়। এই বিষয়টি তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

জনৈক অভিভাবক